(মূল ইংরেজী পাঠ হইতে অনূদিত বাংলা পাঠ)

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২২ জুন, ১৯৭৪

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নবর্ণিত আইনটি ২১ জুন, ১৯৭৪ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ-

১৯৭৪ সনের ৩৯ নং আইন

শিশুদের হেফাজত, রক্ষণ ও তাহাদের সহিত আচরণ এবং কিশোর অপরাধীদের বিচার ও শাস্তি সম্পর্কিত আইন একীভূত ও সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন।

যেহেতু শিশুদের হেফাজত, রক্ষণ ও তাহাদের সহিত আচরণ এবং কিশোর অপরাধীদের বিচার ও শাস্তি সম্পর্কিত আইন একীভূত ও সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ-

প্রথম ভাগ
প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোণাম ও প্রবর্তন। - (১) এই আইন শিশু আইন, ১৯৭৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যেই এলাকা এবং যেই তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই এলাকা এবং সেই তারিখে ইহা বলবৎ হইবে।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই আইনে,-

(ক) ''প্রাপ্তবয়স্ক'' অর্থ এমন কোন ব্যক্তি যিনি শিশু নহেন;

(খ) ''অনুমোদিত আবাস'' অর্থ এমন কোন প্রতিষ্ঠান যাহা কোন সমিতি বা ব্যক্তি সংস্থা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদিত যেইখানে শিশুদের গ্রহণ, রক্ষণ বা নিষ্ঠুর আচরণ হইতে রক্ষা এবং যাহার তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত শিশুদের জন্মগত ধর্মের নিশ্চয়তা বিধান সাপেক্ষে প্রতিপালন বা প্রতিপালনের সুযোগ প্রদান করে;

(গ) ''ভিক্ষা" করা অর্থ-

(অ) নাচ, গান ভাগ্য গণনা, পবিত্র স্তবক পাঠ অথবা কলা-কৌশল প্রদর্শনকরতঃ ভান করিয়া হউক বা না হউক কোন প্রকাশ্য স্থানে (public place) ভিক্ষা চাওয়া বা গ্রহণ করা ;

(আ) ভিক্ষা চাহিবার কিংবা গ্রহণের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তিমালিকানাধীন বাড়ী বা আঙ্গিনায় প্রবেশ করা ;

(ই) ভিক্ষাপ্রাপ্তি অথবা আদায়ের উদ্দেশ্যে কোন ক্ষত, ঘা, জখম, বিকলাঙ্গতা বা ব্যাধি প্রদর্শন করা কিংবা অনাবৃত করিয়া রাখা ;

(ঈ) দৃশ্যতঃ জীবন ধারণের কোন উপায় না থাকায় প্রকাশ্য স্থানে এমনভাবে ঘুরিয়া বেড়ানো কিংবা অবস্থান করা যাহার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত ব্যক্তি ভিক্ষা চাহিয়া বা গ্রহণ করিয়া জীবন ধারন করেন ; এবং

(উ) ভিক্ষা চাওয়া বা গ্রহণের উদ্দেশ্যে নিজেকে ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া ;

(ঘ) ''প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউট'' অর্থ ধারা ১৯ এর অধীন সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কোন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট অথবা সরকার কর্তৃক প্রত্যায়িত কোন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল স্কুল বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ;

(ঙ) ''প্রধান পরিদর্শক" অর্থ ধারা ৩০ এর অধীন প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউটসমূহের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত প্রধান পরিদর্শক ;

(চ) ''শিশু" অর্থ ষোল বৎসরের নীচের কোন ব্যক্তি, এবং প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউটে কিংবা অনুমোদিত আবাসে প্রেরিত অথবা কোন আত্মীয় বা অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তির হেফাজতে আদালত কর্তৃক সোপর্দকৃত শিশুর ক্ষেত্রে, ষোল বৎসর পূর্ণ হইলেও তাহার নিরাপদ হেফাজতকালীন পূর্ণ সময়কাল ;

(ছ) ''কোড" অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (V of 1898);

(জ) শিশু বা কিশোর অপরাধীদের ক্ষেত্রে, অভিভাবক উক্ত শিশু বা কিশোর অপরাধীদের বির"দ্ধে কোন আইনগত কার্যধারা আমলে নেওয়ার এখতিয়ার সম্পন্ন আদালতের মতে, যতক্ষণ কোন ব্যক্তি যাহার প্রকৃত দায়িত্বে বা নিয়ন্ত্রণে উক্ত শিশু বা কিশোর অপরাধী থাকিবে ;

(ঝ) ''কিশোর আদালত" অর্থ ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত আদালত ;

(ঞ) ''নিরাপদ স্থান: অর্থ হাজত আবাস অর্থবা অন্য কোন উপযুক্ত স্থান বা প্রতিষ্ঠন যাহার দখলদার বা ব্যবস্থাপক সাময়িকভাবে কোন শিশুকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক অথবা যে স্থানে অনুরূপ হাজত আবাস বা উপযুক্ত স্থান কিংবা প্রতিষ্ঠান নাই, সেই স্থানে, কেবল পুর"ষ শিশুদের ক্ষেত্রে, এইরূপ ব্যবস্থা সম্পন্ন থানা যাহার মধ্যে অন্যান্য অপরাধীদের থেকে পৃথকভাবে শিশুদের হেফাজতে রাখিবার বন্দোবস্ত রহিয়াছে এইরূপ স্থান অন্তর্ভূক্ত হইবে ;

(ট) ''নির্ধারিত" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত '

(ঠ) ''প্রবেশন কর্মকর্তা: অর্থ ধারা ৩১ এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত প্রবেশন কর্মকর্তা ;

(ড) ''তত্ত্বাবধান" অর্থ শিশুর পিতা-মাতা, অভিভাবক, আত্মীয় কিংবা অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তি যাহার তত্ত্বাবধানে শিশুকে সোপর্দ করা হইয়াছে তৎকর্তৃক শিশুর যথাযথ দেখাশুনা ও হেফাজত নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে শিশুকে পর্যবেক্ষণ অফিসার বা অন্য ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন রাখা ; এবং

(ঢ) ''কিশোর অপরাধী" অর্থ কোন শিশু যাহার দ্বারা কোন অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া দৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয় ভাগ

এই আইনের অধীন এখতিয়ার সম্পন্ন আদালতের ক্ষমতা ও কার্যাবলী

৩। কিশোর আদালত।–কোড এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা কোন স্থানীয় এলাকার জন্য এক বা একাধিক কিশোর আদালত প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

৪। কিশোর আদালতের ক্ষমতা প্রয়োগকারী আদালতসমূহ।–এই আইন দ্বারা কোন কিশোর আদালতের উপর অর্পিত ক্ষমতাসমূহ ঃ–

(ক) হাইকোর্ট বিভাগ ;

(খ) দায়রা আদালত :

(গ) অতিরিক্ত দায়রা জজ এবং সহকারী দায়রা জজ আদালত ;

(ঘ) মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট ; এবং

(ঙ) প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট।

মূল মামলা অথবা আপীল অথবা রিভিশনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে পারিবে।

৫। কিশোর আদালতের ক্ষমতাসমূহ, ইত্যাদি।–(১) কোন স্থানীয় এলাকার জন্য শিশু আদালত প্রতিষ্ঠা করা হইলে এইরূপ আদালত অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত কোন শিশুর সকল মামলার বিচার করিবে এবং এই আইনের অধীন অন্যান্য সকল কার্যধারা নিষ্পত্তি করিবে, কিন্তু এই আইনের ষষ্ঠভাগে উলি□খিত কোন অপরাধের অভিযোগ সংক্রান্ত মামলায় জড়িত কোন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির বিচার ক্ষমতা এইরূপ আদালতের থাকিবে না।

(২) কোন স্থানীয় এলাকার জন্য কিশোর আদালত প্রতিষ্ঠা করা না হইলে, কোন অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত শিশুর বির"দ্ধে আনীত কোন মামলার বিচার অথবা এই আইনের অধীন অন্য কোন কার্যধারা নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা ধারা ৪ এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত আদালত ব্যতীত অন্য কোন আদালতে থাকিবে না।

(৩) কোন কিশোর আদালত অথবা ধারা ৪ এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত আদালত, যাহা দায়রা আদালতের অধঃস্তন আদালত, এর নিকট যখন প্রতীয়মান হয় যে, কোন শিশু এইরূপ অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছে যাহা কেবল দায়রা আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য তখন মামলাটি এই আইনে বিধৃত পদ্ধতিতে অবিলম্বে দায়রা আদালতে বিচারের জন্য বদলী করিবে।

৬। শিশু ও প্রাপ্ত বয়স্কদের যৌথ বিচার করা যাইবে না।–(১) কোডের ধারা ২৩৯ অথবা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন শিশুকে কোন প্রাপ্তবয়স্কদের সংগে অভিযুক্ত অথবা কোন অপরাধের জন্য একত্রে বিচার করা যাইবে না।

(২) কোড এর ধারা ২৩৯ বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীন কোন অপরাধের দায়ে যদি কোন শিশু অভিযুক্ত হয়, কিন্তু উপ-ধারা (১) এর বিধানাবলী না থাকিলে উক্ত শিশুকে কোন প্রাপ্তবয়স্কদের সংগে একত্রে বিচার করা যাইতো, তাহা হইলে শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্কের বিচার অপরাধ আমলে নেওয়ার আদালত পৃথকভাবে করিবার জন্য নির্দেশ দিবে।

৭। কিশোর আদালতের অধিবেশন, ইত্যাদি।–(১) কিশোর আদালত বিধি দ্বারা নির্ধারিত স্থানে, দিনে এবং পদ্ধতিতে উহার অধিবেশন করিবে।

(২) কোন অপরাধের দায়ে কোন শিশু অভিযুক্ত হইলে সেই অপরাধ সংক্রান্ত মামলা বিচারে ক্ষেত্রে সাধারণতঃ যে দালানে বা কামরায় অথবা যে সকল দিবসে বা সময়ে আদালতের অধিবেশন বসে উহা ব্যতীত, যতদূর সম্ভব, অন্য কোন দালান বা কামরায় অথবা অন্য দিবস বা সময়ে উক্ত আদালত অধিবেশন করিবে।

৮। দায়রার সোপর্দযোগ্য মামলায় প্রাপ্তবয়স্ককে দায়রা আদালতে সোপর্দ করিতে হইবে।–(১) কোন শিশু কোন অপরাধ সংঘটনের দায়ে কোন প্রাপ্তবয়স্কের সহিত একত্রে অভিযুক্ত হইলে এবং উক্ত অপরাধ আমলে নেওয়ার আদালতের নিকট মামলাটি দায়রা আদালতে প্রেরণের উপযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইলে, উক্ত আদালত শিশু সম্পর্কিত মামলাটি প্রাপ্তবয়স্ক সম্পর্কিত মামলা হইতে পৃথক করিয়া শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্ককে দায়রা আদালতে বিচারের জন্য সোপর্দ করিবার নির্দেশ দিবে।

(২) অতঃপর শিশু সম্পর্কিত মামলাটি স্থানীয় এলাকার কিশোর আদালতে অথবা উক্ত আদালত না থাকিলে এবং উক্ত অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণকারী আদালত অনুরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইলে, ধারা ৪ এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত আদালতে বদলী করিতে হইবে।

৯। কিশোর আদালতে যাহারা হাজির হইতে পারিবে।–এই আইনের বিধান ব্যতীত কিশোর আদালতের অধিবেশনে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি হাজির হইতে পারিবে না, যথা ঃ–

(ক) আদালতের কর্মকর্তা ও সদস্যগণ;

(খ) আদালতে উত্থাপিত মামলা অথবা কার্যধারার পক্ষগণ এবং পুলিশ অফিসারসহ মামলা অথবা কার্যধারার সহিত সংশি□ষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ;

(গ) হাজির হইবার জন্য আদালত কর্তৃক বিশেষভাবে অনুমোদিত অন্যান্য ব্যক্তি।

১০। আদালত হইতে যে সকল ব্যক্তিকে প্রত্যাহার করিতে হইবে। কোন মামলা বা কার্যধারার শুনানীর যে কোন পর্যায়ে আদালত যদি শিশুটির স্বার্থে তাহার পিতামাতা, অভিভাবক অথবা শিশুর স্বামী বা স্ত্রীসহ কোন ব্যক্তিকে অথবা স্বয়ং শিশুকে আদালত হইতে প্রত্যাহার করা সমীচীন মনে করে তাহা হইলে আদালত এইরূপ প্রত্যাহারের নির্দেশ দিবে এবং অতঃপর উক্ত ব্যক্তি আদালত ত্যাগ করিবে।

১১। শিশুর হাজিরা মওকুফকরণ।–কোন মামলা বা কার্যধারার শুনানীর যে কোন পর্যায়ে আদালত যদি শিশুটির হাজির থাকা মামলা বা কার্যধারার শুনানীর স্বার্থে প্রয়োজন নাই বলিয়া মনে করে তবে আদালত তাহার হাজিরা মওকুফ করিতে এবং তাহার অনুপস্থিতিতে উক্ত মামলা বা কার্যধারা চালাইয়া যাইতে পারিবে।

১২। শিশুকে সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষাকালে আদালত হইতে যাহাদিগকে প্রত্যাহার করিতে হইবে।–শালীনতা অথবা নৈতিকতা বিরোধী কোন অপরাধ সংক্রান্ত মামলা বা কার্যধারা শুনানীর কোন পর্যায়ে যদি কোন শিশুকে সাক্ষী হিসাবে তলব করা হয়, তবে উক্ত মামলা বা কার্যধারা শুনানীকারী আদালত উক্ত মামলা বা কার্যধারার সহিত সংশি□ষ্ট আইন উপদেষ্টা এবং কর্মকর্তা ব্যতীত উহার মতে যাহাদের প্রত্যাহার করা যুক্তিযুক্ত তাহাদের প্রত্যাহারের নির্দেশ দিবে এবং অতঃপর এইরূপ ব্যক্তিবর্গ আদালত ত্যাগ করিবে।

১৩। অপরাধে অভিযুক্ত শিশুর পিতামাতার আদালতে হাজিরা, ইত্যাদি।–(১) এই আইনের অধীন আদালতে হাজিরকৃত শিশুর পিতামাতা অথবা অভিভাবক বর্তমান থাকিলে, এবং তাহার সন্ধান পাওয়া গেলে অথবা তিনি যদি যুক্তিসঙ্গত দূরত্বে বসবাস করেন তাহা হইলে, আদালত যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট না হন যে তাহাকে হাজির হইতে নির্দেশ দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে তবে এই আইনের অধীন যে আদালতে কোন কার্যধারা গ্রহণ করা হয় সেই আদালতে হাজির হইতে নির্দেশ দিতে পারিবে।

(২) শিশুকে গ্রেপ্তার করা হইলে, যে থানায় তাহাকে আনা হয় সেই থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার যদি শিশুর পিতামাতা অথবা অভিভাবককে পান, তবে, অবিলম্বে এইরূপ গ্রেপ্তার সম্পর্কে অবহিত করিবেন এবং যে আদালতে শিশুটিকে হাজির করা হইবে সেই আদালতে হাজির হইবার জন্য তারিখ নির্দিষ্ট করিয়া তাহার প্রতি নির্দেশদানের ব্যবস্থা করিবেন।

(৩) যে পিতা-মাতা বা অভিভাবককে এই ধারার অধীন হাজির হইবার নির্দেশ দেওয়া হইবে তাহাকে শিশুটির প্রকৃত তত্ত্বাবধানকারী বা নিয়ন্ত্রণকারী পিতা-মাতা বা অভিভাবক হইতে হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ পিতা-মাতা বা অভিভাবক যদি পিতা না হইয়া থাকেন, তবে পিতার হাজিরও প্রয়োজন হইতে পারে।

(৪) যে ক্ষেত্রে এই কার্যধারা রুজু হইবার পূর্বে শিশুটিকে আদালতের আদেশ দ্বারা তাহার পিতা-মাতার হেফাজত বা দায়িত্ব হইতে প্রত্যাহার করা হইয়াছে সেইক্ষেত্রে কোন প্রকারেই এই ধারার অধীন শিশুটির পিতা-মাতাকে আদালতে হাজির হইতে নির্দেশ দেওয়া যাইবে না।

(৫) এই ধারার কোন কিছু শিশুর মাতা বা মহিলা অভিভাবককে হাজির হওয়ার নির্দেশ দান করে বলিয়া গণ্য হইবে না, তবে এইরূপ কোন মাতা বা মহিলা অভিভাবক কোন উকিল বা এজেন্টের মাধ্যমে আদালতে হাজির হইতে পারিবেন।

১৪। মারাত্মক রোগাক্রান্ত শিশুকে অনুমোদিত স্থানে প্রেরণ।–(১) এই আইনের কোন বিধান অনুযায়ী আদালতে আনীত কোন শিশু যদি এইরূপ রোগাক্রান্ত থাকে যে তাহাকে দীর্ঘদিন চিকিৎসা করা প্রয়োজন, অথবা এইরূপ শারীকি বা মানসিকভাবে অসুস্থ যাহার চিকিৎসা প্রয়োজন তাহা হইলে আদালত শিশুটিকে কোন হাসপাতাল অথবা এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি অনুযায়ী অনুমোদিত বলিয়া স্বীকৃত অন্য কোন স্থানে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার জন্য যতদিন আবশ্যক মনে করে ততদিনের জন্য প্রেরণ করিতে পারিবে।

(২) সংক্রামক বা ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত শিশুর ব্যাপারে উপ-ধারা (১) এর অধীন ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে আদালত, উক্ত শিশুকে ক্ষেত্রমত, তাহার বৈবাহিক সূত্রে সঙ্গীর নিকট, যদি কেহ থাকে, বা তার অভিভাবকের নিকট প্রেরণের পূর্বে, এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, উক্ত শিশুর হিতার্থেই এইরূপ পদক্ষেপ নেওয়া হইবে, তাহা হইলে আদালত ক্ষেত্রমত বৈবাহিক সূত্রের সঙ্গী বা অভিভাবককে এই মর্মে ডাক্তারী পরীক্ষা দাখিলের নির্দেশ প্রদান করিবে যে উক্ত সঙ্গী বা অভিভাবক যে শিশুর প্রতি আদেশ প্রদান করা হইয়াছে তাহাকে পুনঃসংক্রমণ ঘটাইবে না।

১৫। আদালত কর্তৃক আদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে যে সকল বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে।–এই আইনের অধীন কোন আদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে আদালত নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিবে ঃ–

(ক) শিশুর চরিত্র ও বয়স;
(খ) শিশুর জীবন ধারণের পরিবেশ;
(গ) প্রবেশন কর্মকর্তা কর্তৃক প্রণীত রিপোর্ট; এবং
(ঘ) শিশুটির স্বার্থে যেই সকল বিষয় বিবেচনার্থ গ্রহণ করিতে হইবে বলিয়া আদালত মনে করে সেই সকল বিষয় ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যেইক্ষেত্রে দেখা যায় যে, শিশু কোন অপরাধ করিয়াছে, সেই ক্ষেত্রে তাহার বিরুদ্ধে উক্ত মর্মে আদালত উহার উপনীত সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবার পর উপরি-উক্ত বিষয়াদি বিবেচনার্থ গ্রহণ করিবে।

১৬। প্রবেশন কর্মকর্তাদের রিপোর্ট এবং অন্যান্য রিপোর্ট গোপনীয় বলিয়া গণ্য হইবে।–ধারা ১৫ এর অধীন আদালত কর্তৃক বিবেচিত প্রবেশন কর্মকর্তার রিপোর্ট অথবা অন্য কোন রিপোর্ট গোপনীয় বলিয়া গণ্য হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ রিপোর্ট যদি শিশুটি বা তাহার পিতা-মাতা কিংবা অভিভাবকের চরিত্র, স্বাস্থ্য অথবা আচরণ অথবা জীবন ধারণের পরিবেশ সংক্রান্ত হয় তবে আদালত সমীচীন মনে করিলে উক্ত রিপোর্টের সারমর্ম উক্ত শিশু কিংবা সংশি□ষ্ট পিতা-মাতা অথবা অভিভাবককে জানাইবে এবং তাহাদিগকে রিপোর্টে বর্ণিত বিষয়াদির সহিত প্রাসঙ্গিক হয় এইরূপ সাক্ষ্য প্রদানের সুযোগ দিবে।

১৭। মামলায় জড়িত শিশুর পরিচয় ইত্যাদি সম্পর্কীয় রিপোর্ট প্রকাশনার উপর বাধা-নিষেধ।–কোন সংবাদপত্র, পত্রিকা বা নিউজসিটে প্রকাশিত কোন রিপোর্ট অথবা সংবাদদাতা এজেন্সি এই আইনের অধীন কোন আদালতের কোন মামলায় বা কার্যধারায় জড়িত কোন শিশুর উপর বিস্তারিত কোন বর্ণনা যাহা এইরূপ শিশুকে সনাক্তকরণে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য করে তাহা প্রকাশ করিবে না বা এইরূপ কোন শিশুর ছড়ি প্রকাশ করিবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মামলার বিচারকারী অথবা কার্যধারা গ্রহণকারী আদালত যদি উহার মতে, এইরূপ রিপোর্ট প্রকাশ করা শিশুকল্যাণের স্বার্থের কোন ক্ষতি হইবে না বলিয়া মনে করে তবে কারণ লিপিবদ্ধপূর্বক উক্ত আদালত এইরূপ কোন রিপোর্ট প্রকাশের অনুমতি দিতে পারিবে।

১৮। ১৮৯৮ সনের ফৌজদারী কার্যবিধি সংহিতা এর বিধানাবলীর প্রযোজ্যতা।–এই আইন অথবা ইহার অধীন প্রণীত বিধির স্পষ্ট বিধান ব্যতীত, এই আইনের অধীন মামলার বিচার এবং কার্যধারা গ্রহণের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতির জন্য কোডের বিধানাবলী অনুসরণ করিতে হইবে।

তৃতীয় ভাগ

প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউট ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ

১৯। ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা ও প্রত্যায়ন।–(১) সরকার, শিশু এবং কিশোর অপরাধীদেরকে গ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবে।

(২) সরকার উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত নহে এইরূপ কোন শিল্পবিদ্যালয় অথবা অন্যান্য শিক্ষামূলক ইনস্টিটিউটকে শিশু বা কিশোর অপরাধীদেরকে গ্রহণের জন্য উপযুক্ত মর্মে প্রত্যায়ন করিতে পারিবে।

২০। হাজতাবাস।–সরকারি আদালত অথবা পুলিশ কর্তৃক আটক রাখা, রোগ নির্ণয় এবং শ্রেণী বিন্যাসের উদ্দেশ্যে হাজতে প্রেরিত শিশুদের জন্য হাজতাবাস প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবে।

২১। ইনস্টিটিউটসমূহ প্রত্যায়ন অথবা স্বীকৃতদানের শর্তাবলী, ইত্যাদি।–সরকারি এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, শিল্পবিদ্যালয়, শিক্ষামূলক ইনস্টিটিউট অথবা অনুমোদিত আবাসকে, ক্ষেত্রমতে, নির্ধারিত শর্তসাপেক্ষে প্রত্যায়ন অথবা স্বীকৃতি দান করিবে।

২২। প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউটসমূহের ব্যবস্থাপনা।–(১) ধারা ১৯ (১) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত প্রত্যেকটি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য সরকার একজন তত্ত্বাবধায়ক এবং একটি পরিদর্শক কমিটি নিয়োগ করিবে যাহা এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে ইনস্টিটিউটের ব্যবস্থাপক বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) ধারা ১৯ (২) এর অধীন প্রত্যায়িত প্রতিটি ইনস্টিটিউট, বিদ্যালয় অথবা প্রতিষ্ঠান উহার গভর্ণিং বডির ব্যবস্থাধীন থাকিবে এবং উহার সদস্যগণ এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে ইনস্টিটিউট, বিদ্যালয় অথবা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক বলিয়া গণ্য হইবেন।

২৩। ব্যবস্থাপকগণের সহিত পরামর্শ।–কোন শিশুকে কোন প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউটে প্রেরণের পূর্বে উহার ব্যবস্থাপকগনের সহিত আদালত পরামর্শ করিবে।

২৪। প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউট ও অনুমোদিত আবাসসমূহে ডাক্তারী পরিদর্শন।–এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন রেজিষ্টার্ড চিকিৎসক যে কোন সময় প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউট বা অনুমোদিত আবাসের স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থাদি এবং বসবাসকারীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে প্রধান পরিদর্শক বরাবর রিপোর্ট প্রদানের উদ্দেশ্যে উহার ব্যবস্থাপক অথবা দায়িত্বরত অন্য কোন ব্যক্তিকে নোটিশ প্রদান করিয়া বা না করিয়া পরিদর্শন করিতে পারিবে।

২৫। সরকারের প্রত্যায়নপত্র প্রত্যাহারের ক্ষমতা।–সরকার কোন প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউটের ব্যবস্থাপনায় অসন্তুষ্ট হইলে, উহার ম্যানেজারের প্রতি নোটিশ জারি কারিয়া যে কোন সময়ে ঘোষণা করিতে পারিবে যে, উক্ত ইনস্টিটিউটের প্রত্যায়নপত্র নোটিশে উলি□খিত তারিখ হইতে প্রত্যাহার করা হইল এবং উক্ত তারিখ হইতে উক্ত প্রত্যাহার কার্যকর হইবে এবং ইনস্টিটিউট প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউট হিসাবে বিলুপ্ত হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ নোটিশ জারির পূর্বে প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউটের ব্যবস্থাপককে, প্রত্যায়নপত্র কেন প্রত্যাহার করা হইবে না তাহার কারণ দর্শাইবার জন্য যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করা হইবে।

২৬। ব্যবস্থাপক কর্তৃক প্রত্যায়নপত্র সমর্পণ।–কোন প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউটের ব্যবস্থাপকগণ, প্রধান পরিদর্শকের মাধ্যমে তাহাদের অভিপ্রায় উলে□খ করিয়া সরকারকে ছয় মাস পূর্বে লিখিত নোটিশ প্রদান কিরয়া ইনস্টিটিউটের প্রত্যায়নপত্র সমর্পণ করিতে পারিবে এবং তদানুসারে, নোটিশ প্রদানের তারিখ হইতে ছয় মাস অতিবাহিত হইলে এবং উক্ত সময়ের পূর্বে নোটিশটি প্রত্যাহার না করা হইলে, প্রত্যায়নপত্রের সমর্পণ কার্যকর হইবে এবং ইনস্টিটিউটের প্রত্যায়ন মর্যাদা লোপ পাইবে।

২৭। প্রত্যায়নপত্র প্রত্যাহার অথবা সমর্পনের ফলাফল।–এই আইনের অধীন কোন প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউটের ব্যবস্থাপকগণ উহার প্রত্যায়নপত্র প্রত্যাহার বা সমর্পণ সংক্রান্ত নোটিশ, ক্ষেত্রমত, প্রাপ্তি বা প্রদানের তারিখের পর কোন শিশু কিংবা কিশোর অপরাধীকে কোন প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউটে গ্রহণ করিবেন না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যথাক্রমে উপরি-উক্ত তারিখে ইনস্টিটিউটে আটক কোন শিশু অথবা কিশোর অপরাধীকে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, বাসস্থান, বস্ত্র ও খাদ্য প্রদানের ব্যাপারে ব্যবস্থাপকগণের দায়-দায়িত্ব যতক্ষণ পর্যন্ত সরকার, ভিন্নরূপ নির্দেশ প্রদান না করে ততক্ষণ পর্যন্ত বা প্রত্যায়নপত্র প্রত্যাহার বা সমর্পণ কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত, অব্যাহত থাকিবে।

২৮। প্রত্যায়নপত্র প্রত্যাহার বা সমর্পনের পর বসবাসকারী সম্পর্কে ব্যবস্থা।–কোন ইনস্টিটিউটের প্রত্যায়ন মর্যাদা লোপ পাইলে সেখানে শিশু অথবা কিশোরদের সম্পূর্ণরূপে অথবা সরকার কর্তৃক আরোপিত শর্তে খালাস দিতে হইবে অথবা এই আইনের খালাস ও বদলী সংক্রান্ত বিধানাবলী মোতাবেক প্রধান পরিদর্শকের আদেশক্রমে অন্য কোন প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউটে বদলী করা যাইবে।

২৯। প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউট এবং অনুমোদিত আবাস পরিদর্শন।–প্রত্যেকটি প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউট এবং অনুমোদিত আবাস ও উহার সকল বিভাগ সকল সময়ে প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউটের প্রধান পরিদর্শক, পরিদর্শক অথবা সহকারী পরিদর্শক কর্তৃক পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে এবং প্রতি ছয় মাসে অন্ততঃ একবার এইরূপ পরিদর্শন করিতে হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যে ক্ষেত্রে শুধু বালিকাদের রাখিবার জন্য কোন প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউট থাকে এবং প্রধান পরিদর্শক পরিদর্শন না করেন সেক্ষেত্রে সম্ভব হইলে প্রধান পরিদর্শক কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন মহিলা এইরূপ পরিদর্শন করিবেন।

চতুর্থ ভাগ

কর্মকর্তাগণ এবং তাহাদের ক্ষমতা ও কর্তব্য

৩০। প্রধান পরিদর্শক নিয়োগ, ইত্যাদি।–(১) সরকার, প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউটের জন্য একজন প্রধান পরিদর্শক এবং তাহার সহায়তাকল্পে সরকার যেইরূপ মনে করে সেইরূপ উপযুক্ত সংখ্যক পরিদর্শক ও সহাকারী পরিদর্শক নিয়োগ করিবে।

(২) এই আইনে বর্ণিত এবং নির্ধারিত ক্ষমতা ও কর্তব্য প্রধান পরিদর্শকের থাকিবে।

(৩) প্রত্যেক পরিদর্শক বা সহকারী পরিদর্শকের সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী প্রধান পরিদর্শকের ন্যায় ক্ষমতা ও কর্তব্য থাকিবে এবং প্রধান পরিদর্শকের নির্দেশনা অনুযায়ী কার্য করিবেন।

৩১। প্রবেশন কর্মকর্তা নিয়োগ।–(১) সরকার প্রত্যেক জেলায় একজন প্রবেশন কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যেই ক্ষেত্রে কোন জেলায় এইরূপ নিযুক্ত কোন ব্যক্তি না থাকে সেই ক্ষেত্রে কোন বিশেষ মামলার জন্য ঐ জেলায় আদালত কর্তৃক সময়ে সময়ে অন্য যে কোন ব্যক্তি প্রবেশন কর্মকর্তারূপে নিযুক্ত হইবেন।

(২) একজন প্রবেশন কর্মকর্তা স্থানীয় শিশু আদালত অথবা যেখানে এইরূপ আদালত নাই সেখানে দায়রা আদালতের তত্ত্বাবধানে এবং নির্দেশনায় এই আইনের অধীন তদীয় কর্তব্য সম্পাদন করিবেন।

(৩) একজন প্রবেশন কর্মকর্তা এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি এবং আদালতের নির্দেশাবলী সাপেক্ষে–

(ক) যুক্তিসঙ্গত বিরতিতে নিজে শিশুকে পরিদর্শন করিবেন অথবা করিতে সুযোগ দিবেন;

(খ) লক্ষ্য রাখিবেন যে, শিশুটির আত্মীয় অথবা যাহার তত্ত্বাবধানে শিশুটিকে রাখা হইয়াছে তিনি মুচলেকার শর্ত পালন করিতেছেন;

(গ) শিশুর আচরণ সম্পর্কে আদালতে রিপোর্টে দিবেন;

(ঘ) শিশুটিকে উপদেশ দিবেন, সহায়তা করিবেন এবং বন্ধুভাবাপন্ন করিয়া তুলিবেন এবং প্রয়োজন হইলে, তাহার জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থাপনের চেষ্টা করিবেন; এবং

(ঙ) নির্ধারিত অন্য কোন কর্তব্য পালন করিবেন।

পঞ্চম ভাগ

দুস্থ ও অবহেলিত শিশুদের তত্ত্বাবধান ও রক্ষণের কর্মপন্থা

৩২। শিশুকে গৃহহীন, দুস্থ ইত্যাদি অবস্থায় পাওয়া।–কোন প্রবেশন কর্মকর্তা অথবা পুলিশ কর্মকর্তা যিনি সাব-ইন্সপেক্টরের পদমর্যাদার নীচে নহেন অথবা সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতা প্রদত্ত অন্য কোন ব্যক্তি শিশু আদালত বা ধারা ৪ এর অধীনে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আদালতে কোন ব্যক্তিকে হাজির করিতে পারিবেন যিনি তাহার বিবেচনায় শিশু এবং যাহার–

(ক) কোন গৃহ, নির্দিষ্ট কোন বাসস্থান অথবা জীবনধারণের কোন দৃশ্যমান উপায় নাই অথবা কোন পিতা-মাতা বা অভিভাবক নাই যিনি নিয়মিত ও যথাযথবাবে অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করিতে পারেন; অথবা

(খ) যাহাকে ভিক্ষা করিতে দেখা যায় অথবা শিশুর মঙ্গলের পরিপন্থী এইরূপ কোন কাজ পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কিরতে দেখা যায়; অথবা

(গ) যাকে দুস্থ অবস্থায় নিপতিত দেখা যায় এবং যাহার পিতা-মাতা বা অভিভাবক নির্বাসিত কিংবা দ ভোগ করিতেছে; অথবা

(ঘ) যিনি এইরূপ পিতা-মাতা বা অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে রহিয়াছেন, যিনি স্বভাবতঃই শিশুটিকে অবহেলা করে অথবা তাহার সহিত নিষ্ঠুর ব্যবহার করে; অথবা

(ঙ) পিতা-মাতা কিংবা অভিভাবক নহে এইরূপ কোন কুখ্যাত অপরাধী অথবা পতিতার সাহচর্যে তাহাকে সাধারণতঃ পাওয়া যায়; অথবা

(চ) যিনি এইরূপ কোথাও অবস্থান করিতেছেন অথবা প্রায়ই যাতায়াত করিতেছেন যাহা পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত কোন পতিতার ব্যবহারের অধীনে রহিয়াছে এবং তিনি উক্ত পতিতার শিশু নহে; অথবা

(ছ) অন্যভাবে কোন অসৎ সঙ্গে পতিত হইতে পারে অথবা নৈতিক অবক্ষয়ের সম্মুখীন হইতে পারে অথবা অপরাধ জগতে প্রবেশ করিতে পারে।

(২) উপ–ধারা (১) এ উলি□খিত কোন শিশুকে যে আদালতে হাজির করা হয় সেই আদালত তথ্যাদি পরীক্ষা করিবে এবং এইরূপ পরীক্ষার সারমর্ম লিপিবদ্ধ করিবে এবং যদি মনে করে যে আরও তদন্ত করিবার পর্যাপ্ত কারণ রহিয়াছে তবে তদুদ্দেশ্যে তারিখ ধার্য করিবে।

(৩) উপ–ধারা (২) এর অধীন তদন্তের জন্য ধার্য দিবসে অথবা কার্যধারা মূলতবী করা অন্য কোন পরবর্তী তারিখে আদালত এই আইনের অধীন যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইতে পারে উহার পক্ষে এবং বিপক্ষে যে সকল প্রাসঙ্গিক সাক্ষ্য প্রদত্ত হইতে পারে তাহা শুনিবে এবং লিপিবদ্ধ করিবে এবং যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ পুনঃতদন্তের নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(৪) তদন্তে আদালত যদি সন্তুষ্ট হন যে, উক্ত ব্যক্তি উপ–ধারা (১) এ বর্ণিত একটি শিশু এবং তদানুযায়ী তৎসম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন তাহা হইলে আদালত তাহাকে কোন প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউটে অথবা অনুমোদিত আবাসে প্রেরণের আদেশ দিতে পারে অথবা তাহাকে কোন আত্মীয় কিংবা আদালত কর্তৃক উলি□খিত তত্ত্বাবধান করিতে ইচ্ছুক অন্য কোন ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে শিশুটির বয়স ১৮ বৎসর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অথবা কোন সংক্ষিপ্ততর সময়ের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রেরণ করিবার আদেশ দিতে পারিবে।

(৫) যে আদালত শিশুকে কোন আত্মীয় অথবা অন্য উপযুক্ত ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে প্রেরণের আদেশ দিবে সেই আদালত এইরূপ আদেশ প্রদানকালে আত্মীয় অথবা অন্য ব্যক্তিকে জামিনসহ অথবা বিনা জামিনে এই মর্মে একটি মুচলেকা সম্পাদনের নির্দেশ দিবে যে, তিনি শিশুটির সদাচারণের জন্য এবং অন্যান্য যে সকল শর্ত আদালত শিশুটির সৎ এবং পরিশ্রমী জীবন-যাপনের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য আরোপ করিতে পারে সেই সকল শর্ত পালনের জন্য দায়ী থাকিবে।

(৬) যে আদালত শিশুটিকে আত্মীয় অথবা অন্য উপযুক্ত ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে সোপর্দের জন্য এই ধারার অধীন আদেশ প্রদান করিবে সেই আদালত এইমর্মে অতিরিক্ত আদেশ প্রদান করিতে পারিবে যে শিশুকে প্রবেশন কর্মকর্তা, অথবা আদালত কর্তৃক উলি□খিত অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে রাখা যাইতে পারে।

৩৩। নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত শিশু।–(১) যেই ক্ষেত্রে কোন শিশুর পিতা-মাতা বা অভিভাবক কিশোর আদালতে অথবা ধারা ৪ এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত আদালতে অভিযোগ করেন যে তিনি শিশুটিকে নিয়ন্ত্রণ করিতে অপারগ সে ক্ষেত্রে আদালত তদন্তের পর যদি সন্তুষ্ট হন যে শিশুটি সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন তবে অনধিক তিন বৎসর মেয়াদে তাহাকে কোন প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউট অথবা অনুমোদিত আবাসে প্রেরণের আদেশ দিতে পারিবে।

(২) আদালত যদি সন্তুষ্ট হন যে, বাড়ীর পরিবেশ সন্তোষজনক এবং শিশুটিকে প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউটে অথবা অনুমোদিত আবাসে প্রেরণের পরিবর্তে তাহার যথার্থ তত্ত্বাবধান করা প্রয়োজন তাহা হইলে আদালত শিশুটিকে অনধিক তিন বৎসর মেয়াদে প্রবেশন কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত করিতে পারিবে।

ষষ্ঠ ভাগ

শিশু সম্পর্কিত বিশেষ অপরাধসমূহ

৩৪। শিশুর প্রতি নিষ্ঠুরতার দণ্ড।–যাহার হেফাজত, দায়িত্ব বা তত্ত্বাবধানে কোন শিশু রহিয়াছে এইরূপ ১৬ বৎসর এর উপর বয়স্ক কোন ব্যক্তি যদি উক্ত শিশুকে এইরূপ পন্থায় আঘাত, উৎপীড়ন, অবহেলা, বর্জন অথবা অরক্ষিত হালে পরিত্যাগ করে অথবা করায় যাহার দ্বারা শিশুটির অহেতুক দুর্ভোগ হয় কিংবা তাহার স্বাস্থ্যের এইরূপ ক্ষতি হইতে পারে যাহাতে তাহার দৃষ্টি শক্তি অথবা শ্রবণ শক্তি নষ্ট হয়, শরীরের কোন অঙ্গ বা ইন্দ্রিয়ের ক্ষতি হয় এবং কোন মানসিক বিকৃতি ঘটে তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি দুই বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ড অথবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দন্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

৩৫। শিশুকে ভিক্ষাবৃত্তির জন্য নিয়োগের দণ্ড।–যে কোন ব্যক্তি যদি শিশুকে ভিক্ষার উদ্দেশ্যে নিয়োগ করেন অথবা কোন শিশুর দ্বারা ভিক্ষা করান অথবা শিশুর হেফাজত, তত্ত্বাবধান ও দেখাশুনার জন্য দায়িত্বশীল কোন ব্যক্তি যদি ভিক্ষার উদ্দেশ্যে শিশুর নিয়োগদানে অজ্ঞতার ভান করে কিংবা উৎসহ দেন, অথবা ভিক্ষার উদ্দেশ্যে কোন শিশুকে আলামতরূপে ব্যবহার করেন তাহা হইলে তিনি এক বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদন্ড অথবা তিনশত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দন্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৩৬। শিশুর দায়িত্বে থাকাকালে মাতাল হওয়ার দণ্ড।–কোন শিশুর দায়িত্বে থাকাকালে কোন ব্যক্তিকে যদি কোন প্রকাশ্য স্থানে, তাহা কোন দালান হউক বা না হউক, মাতাল অবস্থায় পাওয়া যায় এবং তাহার মাতলামীর কারণে তিনি শিশুটির যথাযথ তত্ত্বাবধান করিতে অসমর্থ হন তাহা হইলে তিনি একশত টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে দন্ডণীয় হইবেন।

৩৭। শিশুকে নেশাগ্রস্তকারী সুরা কিংবা বিপজ্জনক ঔষধ প্রদানের দণ্ড।–যদি কোন শিশুকে অসুস্থতা অথবা অন্য জরুরী কারণে, উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ডাক্তারের আদেশ ব্যতীত কোন ব্যক্তি কোন প্রকাশ্য স্থানে, তাহা দালান হউক বা না হউক, কোন নেশাগ্রস্তকারী সুরা অথবা বিপজ্জনক ঔষধ প্রদান করেন বা করান, তাহা তিনি এক বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ড অথবা পাঁচশত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দন্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৩৮। সুরা কিংবা বিপজ্জনক ঔষধ বিক্রয়ের স্থানসমূহে শিশুকে প্রবেশের অনুমতিদানের দণ্ড।–যিনি শিশুকে সুরা কিংবা বিপজ্জনক ঔষধ বিক্রয়ের স্থানে লইয়া যান, অথবা এইরূপ স্থানের স্বত্ত্বাধিকারী, মালিক কিংবা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি হইয়াও শিশুকে যিনি অনুরূপ স্থানে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করেন অথবা যিনি উক্ত স্থানে শিশুর যাওয়ার কারণ ঘটান তিনি পাঁচশত টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৩৯। **শিশুকে বাজী ধরিতে বা ঋণ গ্রহণে উস্কানী দেওয়ার দণ্ড**।–যে ব্যক্তি মৌখিক বা লিখিত শব্দ দ্বারা কিংবা ইঙ্গিত দ্বারা বা অন্য কোনভাবে কোন শিশুকে কোন বাজী ধরিতে বা পণ রাখিতে অথবা কোন বাজী বা পণভিত্তিক লেনদেনে অংশগ্রহণ করিতে অথবা শেয়ার লইতে বা স্বার্থ সম্পন্ন হইতে উস্কানী দেন কিংবা দেওয়ার চেষ্টা করেন অথবা অনুরূপভাবে কোন শিশুকে ঋণ গ্রহণ করিতে কিংবা ঋণ গ্রহণমূলক লেনদেনে অংশগ্রহণ করিতে উস্কানী দেন, তাহা হইলে তিনি ছয় মাস পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ড অথবা দুইশত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দন্ডে দণ্ডণীয় হইবেন।

৪০। **শিশুর নিকট হইতে দ্রব্যাদি বন্ধক গ্রহণ বা ক্রয় করার দণ্ড**।–যে ব্যক্তি কোন শিশুর নিকট হইতে কোন দ্রব্য, উক্ত শিশুর নিজ পক্ষে অথবা অন্য ব্যক্তির পক্ষ হইতে হউক না কেন, বন্ধক গ্রহণ করেন তবে তিনি এক বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ড কিংবা পাঁচশত টাকা পর্যন্ত অথবা উভয় দন্ডে দণ্ডণীয় হইবেন।

৪১। **শিশুকে পতিতালয়ে থাকার অনুমতিদানে দণ্ড**।–কোন ব্যক্তি চার বৎসরের উপর বয়স্ক শিশুকে পতিতালয়ে বাস করিতে কিংবা প্রায়ঃশই যাতায়াত করিতে অনুমোদন বা অনুমতি দেয় তবে তিনি দুই বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ড অথবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দন্ডে দণ্ডণীয় হইবেন।

৪২। **অসৎ পথে পরিচালনা করানো বা করিতে উৎসহদানের জন্য দন্ড**।–যে ব্যক্তি ষোল বৎসরের কম বয়স্ক কোন বালিকার সত্যিকার দায়িত্ব সম্পন্ন হইয়া বা তাহার নিয়ন্ত্রণকারী হইয়া তাহাকে অসৎ পথে পরিচালিত কিংবা বেশ্যাবৃত্তিতে প্রবৃত্ত করায় বা তজ্জন্য উৎসাহ দেয় অথবা তাহার স্বামী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিকে তাহার সহিত যৌন সঙ্গম করায় বা তজ্জন্য উৎসাহ দেয় তবে তিনি দুই বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ড অথবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

ব্যাখ্যা।–এই ধারার উদ্দেশ্যে, সেই ব্যক্তি কোন বালিকাকে অসৎ পথে পরিচালিত করাইয়াছেন বা তজ্জন্য উৎসাহ দিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন যদি সেই ব্যক্তি বালিকাটিকে কোন পতিতা কিংবা ভ্রষ্টচরিত্র বলিয়া জ্ঞাত ব্যক্তির সহিত মিলিত হইতে বা তাহার অধীনে চাকরিতে নিয়োজিত হইতে বা থাকিতে জ্ঞাতসারে অনুমতি দিয়া থাকেন।

৪৩। **অল্পবয়স্ক বালিকা ঝুঁকিযুক্ত অসৎপথে পরিচালিত হওয়ায়**।–কোন ব্যক্তির নালিশের প্রেক্ষিতে যদি আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে ষোল বৎসরের কম বয়স্ক কোন বালিকা তাহার পিতা-মাতা বা অভিভাবকের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অসৎ পথে পরিচালিত হওয়া বা বেশ্যাবৃত্তিতে লিপ্ত হওয়ার ঝুঁকির সম্মুখীণ হইয়াছে তাহা হইলে আদালত এইরূপ বালিকার ব্যাপারে উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন এবং তদারকি করিবার জন্য একটি মুচলেকা সম্পাদন করিতে পিতা-মাতা অথবা অভিভাবককে নির্দেশ দিতে পারিবে।

৪৪। শিশু কর্মচারীগণকে শোষণের দণ্ড।–(১) যে ব্যক্তি শিশুকে ভৃত্যের চাকুরী অথবা কারখানা কিংবা অন্য প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকের কাজে দৃশ্যতঃ নিয়োগ করিয়া কোন শিশুকে হস্তগত করে কিন্তু কার্যতঃ শিশুটিকে তাহার নিজ স্বার্থে শোষণ করে, আটকাইয়া রাখে অথবা তাহার উপর্জনে জীবণধারণ করেন সেই ব্যক্তি এক হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে দণ্ডণীয় হইবেন।

(২) যে ব্যক্তি দৃশ্যতঃ উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত কোন একটি উদ্দেশ্যের জন্য কোন শিশুকে হস্তগত করে কিন্তু তাহাকে অসৎ পথে চালিত হওয়া, সমকাম, বেশ্যাবৃত্তি কিংবা অন্যান্য নীতি-গর্হিত পরিবেশে লিপ্ত হওয়ার ঝুঁকির সম্মুখীন করে সেই ব্যক্তি দুই বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ড কিংবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে অথবা উভয় দন্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(৩) যে ব্যক্তি উপ-ধারা (১) বা উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত পদ্ধতিতে শোষিত বা কাজে লাগানো শিশুর শ্রমের ফল ভোগ করে অথবা যাহার নৈতিকতা বিরোধী বিনোদনের জন্য উক্ত শিশুকে ব্যবহার করা হয় সেই ব্যক্তি দুস্কর্মে সহায়তার জন্য দায়ী হইবেন।

৪৫। শিশু অথবা কিশোর অপরাধীর পলায়নে সহায়তার দণ্ড।–যে ব্যক্তি–

(ক) প্রত্যায়িতা ইনস্টিটিউট কিংবা অনুমোদিত আবাসে আটক কিংবা তথা হইতে লাইসেন্সমূলে অন্যস্থানে প্রদত্ত কোন শিশু বা কিশোর অপরাধীকে ইনস্টিটিউট, আবাস অথবা যে ব্যক্তির নিকট শিশুকে লাইসেন্সমূলে রাখা হইয়াছিল তাহার নিকট হইতে পলায়ন করিতে অথবা কোন শিশুকে এই আইনের অধীন যে ব্যক্তির হেফাজতে সোপর্দ করা হয় তাহার নিকট হইতে পলায়নে কোন শিশুকে যে ব্যক্তির, জ্ঞাতসারে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে বা প্রলুব্ধ; অথবা

(খ) কোন শিশু বা কিশোর অপরাধী প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউট বা অনুমোদিত আবাস হইতে অথবা তাহাকে লাইসেন্সমূলে যাহার তত্ত্বাবধানে রাখা হইয়াছিল কিংবা এই আইনের অধীন যাহার হেফাজতে সোপর্দ করা হইয়াছিল তাহার নিকট হইতে পালাইয়া যাওয়ার পর তাহাকে পুনরায় উক্ত স্থান বা ব্যক্তির নিকট প্রত্যাবর্তন করা হইতে যে ব্যক্তি জ্ঞাতসারে আশ্রয় দেয়, লুকাইয়া রাখে কিংবা বাধা দেয় বা অনুরূপ করিতে সাহায্য করে সেই ব্যক্তি দুই মাস পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ড কিংবা দুইশত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দন্ডে/দণ্ডণীয় হইবে।

৪৬। শিশু সম্পর্কিত রিপোর্ট অথবা ছবি প্রকাশের দণ্ড।–যিনি ধারা ১৭ এর বিধানাবলী লংঘন করিয়া কোন রিপোর্ট বা ছবি প্রকাশ করেন তিনি দুই মাস পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ড অথবা দুইশত টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে, অথবা উভয় দন্ডে দণ্ডণীয় হইবেন।

৪৭। এই ভাবে বর্নিত অপরাধ আমলযোগ্য অপরাধ।–'কোড' এ যাহা কিছু থাকুক না কেন এই ভাগের অধীন সকল অপরাধ আমলযোগ্য অপরাধ হইবে।

সপ্তম ভাগ

কিশোর অপরাধী

৪৮। গ্রেফতারকৃত শিশুর জামিন।- যেইক্ষেত্রে আপাতঃদৃষ্টিতে ষোল বৎসরের কম বয়স্ক কোন ব্যক্তিকে জামিন অযোগ্য অপরাধের দায়ে গ্রেফতার করা হয় এবং অবিলম্বে আদালতে হাজির করা যাবে না, সেই ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত জামানত পাওয়া গেলে, তিনি যে থানায় আনীত হইয়াছেন সেই থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার, তাহাকে জামিনে খালাস দিতে পারেন, কিন্তু যেই ক্ষেত্রে খালাস দেওয়া হইলে উক্ত ব্যক্তি কোন কুখ্যাত অপরাধীর সাহচর্য লাভ করিবে অথবা নৈতিক বিপদের সম্মখীন হইবে অথবা যেই ক্ষেত্রে তাহাকে খালাস দেওয়ার কারণে ন্যায় বিচারের উদ্দেশ্য ব্যাহত হয় সে ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তিকে খালাস দেওয়া যাইবে না।

৪৯। জামিনে খালাসপ্রাপ্ত নহে এইরূপ শিশুর হেফাজত।–(১) যেই ক্ষেত্রে আপাতঃ দৃষ্টিতে ষোল বৎসরের কম বয়স্ক কোন ব্যক্তি গ্রেফতার হওয়ার পর ধারা ৪৮ এর অধীন খালাসপ্রাপ্ত নহেন, সেইক্ষেত্রে যতদিন তাহাকে আদালতে হাজির করা না যায় ততদিন পর্যন্ত তাহাকে হাজত আবাস অথবা কোন নিরাপদ স্থানে আটক রাখিবার জন্য উক্ত থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(২) যে শিশু জামিনে খালাসপ্রাপ্ত হয় নাই তাহাকে বিচারে প্রেরণ করিয়া আদালত তাহাকে কোন হাজত আবাস অথবা নিরাপদ স্থানে আটক রাখিবার জন্য আদেশ দিবে।

৫০। গ্রেফতারের পর প্রবেশন কর্মকর্তার নিকট পুলিশ কর্তৃক তথ্য পেশ।– কোন শিশুকে গ্রেফতারের পর অবিলম্বে তাহা প্রবেশন কর্মকর্তাকে অবহিত করা পুলিশ অফিসার অথবা অন্য কোন গ্রেফতারকারী ব্যক্তির কর্তব্য, যাহাতে আদালতকে উহার আদেশ প্রদানের সহায়তার নিমিত্ত উক্ত শিশুর পূর্ব পরিচয় এবং পারিবারিক ইতিহাস এবং অন্যান্য গুর"ত্বপূর্ণ পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য অবিলম্বে উদ্যোগ লইতে প্রবেশন কর্মকর্তা সমর্থ হয়।

৫১। শিশুর শাস্তি বিধানে বাধা নিষেধ।–(১) অন্য কোন আইনের বিপরীতে যাহা কিছু থাকুক না কেন, কোন শিশুকে মৃত্যুদ", যাবজ্জীবন কারাদ" অথবা কারাদ" প্রদান করা যাইবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, কোন শিশুকে যখন এইরূপ মারাত্মক ধরনের অপরাধ করিতে দেখা যায় যে তজ্জন্য এই আইনের অধীন প্রদানযোগ্য কোন শাস্তি আদালতের মতে পর্যাপ্ত নহে, অথবা আদালত যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে শিশুটি এত বেশি অবাধ্য অথবা ভ্রষ্ট চরিত্র যে তাহাকে কোন প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউটে প্রেরণ করা চলে না এবং অন্যান্য যে সকল আইনানুগ পন্থায় মামলাটির সুরাহা হইতে পারে, উহাদের কোন একটিও তাহার জন্য

উপযুক্ত নহে তাহা হইলে আদালত শিশুটিকে কারাদ ে প্রদান অথবা যেইরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেইরূপ স্থানে বা শর্তে আটক রাখিবার আদেশ দিতে পারে।

তবে আরো শর্ত থাকে যে এইরূপে আদিষ্ট আটক-মেয়াদ তাহার অপরাধের জন্য প্রদেয় দ ের সর্বোচ্চ মেয়াদের অধিক হইবে না।

আরও শর্ত থাকে যে, এইরূপ আটক থাকাকালীন কোন সময়ে আদালত উপযুক্ত মনে করিলে নির্দেশ দিতে পারে যে, এইরূপ আটক রাখার পরিবর্তে কিশোর অপরাধীকে, তাহার বয়স আঠারো বৎসর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কোন প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউটে রাখিতে হইবে।

(২) কারাদ ে দ িত কিশোর অপরাধীকে প্রাপ্তবয়স্ক আসামীর সঙ্গে মেলামেশা করিতে দেওয়া যাইবে না।

৫২। শিশুটিকে প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউটে সোপর্দ।–কোন শিশু মৃত্যুদ , যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দ ণীয় অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইলে আদালত তাহার ক্ষেত্রে সমীচীন বিবেচনা করিলে অন্যূন দুই বৎসর এবং অনধিক দশ বৎসর মেয়াদে আটক রাখিবার জন্য কোন প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউটে সোপর্দ করিতে আদেশ দিতে পারে কিন্তু কোনক্রমেই আটকের মেয়াদ শিশুর বয়স আঠারো বৎসর পূর্ণ হওয়ার পর আর বৃদ্ধি করা যাইবে না।

৫৩। কিশোর অপরাধীকে খালাস দেওয়া অথবা উপযুক্ত হেফাজতে সোপর্দ করিবার ক্ষমতা।–(১) আদালত উপযুক্ত বিবেচনা করিলে, কোন কিশোর অপরাধীকে ধারা ৫২ এর অধীন প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউটে আটক রাখিবার নির্দেশদানের পরিবর্তে আদেশ দিতে পারিবে যে, তাহাকে–

(ক) যথাযথ সতর্কীকরণের পর খালাস দিতে হইবে, অথবা

(খ) সদাচারণের জন্য প্রবেশনে মুক্তি দিতে হইবে এবং তাহার পিতা-মাতা বা অন্য প্রাপ্তবয়স্ক আত্মীয় অথবা অন্য উপযুক্ত ব্যক্তি উক্ত কিশোর-অপরাধীর অনধিক তিন বৎসর কাল সদাচারণের জন্য দায়ী থাকিবেন মর্মে জামিনসহ অথবা বিনা জামিনে, আদালত যেইরূপ নির্দেশ দিবে সেইরূপ মুচলেকাদানের পর কিশোর-অপরাধীকে তাহার পিতা-মাতা অথবা অন্য প্রাপ্তবয়স্ক কোন আত্মীয় অথবা অন্য উপযুক্ত ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে সোপর্দ করিতে পারিবে, এবং আদালত আরও আদেশ দিতে পারিবে যে, কিশোর–অপরাধীকে প্রবেশন কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে রাখিতে হইবে।

(২) প্রবেশন কর্মকর্তার নিকট হইতে রিপোর্ট প্রাপ্তি অথবা অন্য কোনভাবে যদি আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, কিশোর-অপরাধী তাহার প্রবেশনকালে সদাচরণ করে নাই, তাহা হইলে আদালত যেইরূপ উপযুক্ত মনে করে সেইরূপ তদন্ত করিবার পর কিশোর-অপরাধীকে প্রবেশনের অসমাপ্ত সময়ের জন্য প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউটে আটক রাখিবার আদেশ দিতে পারিবে।

৫৪। পিতা-মাতাকে জরিমানা প্রদানে আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা ইত্যাদি।–(১) যেই ক্ষেত্রে কোন শিশু অর্থদন্ডে দ"ণীয় অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়, সেই ক্ষেত্রে আদালত যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট না হন যে, শিশুর পিতা-মাতা অথবা অভিভাবককে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না অথবা শিশুর প্রতি যথাযথ যত্নবান হইতে অবহেলা করিয়া তিনি শিশুকে অপরাধ সংঘটনে সাহায্য করিয়াছেন তাহা হইলে আদালত শিশুর পিতা-মাতা অথবা অভিভাবককে জরিমানা প্রদানের হুকুম দিবে।

(২) যেইক্ষেত্রে শিশুর পিতা-মাতা অথবা অভিভাবক উপ–ধারা (১) এর অধীন জরিমানা প্রদানে আদিষ্ট হইয়াছেন, সেইক্ষেত্রে 'কোড' এর বিধান মোতাবেক উক্ত অর্থ আদায় করা যাইবে।

অষ্টম ভাগ

শিশু এবং কিশোর অপরাধীদেরকে আটক রাখা ইত্যাদির ব্যবস্থা

৫৫। শিশুকে নিরাপদ স্থানে আটক রাখা।–(১) কোন প্রবেশন কর্মকর্তা অথবা কমপক্ষে সহকারী সাব-ইন্সপেক্টরের পদমর্যাদা সম্পন্ন পুলিশ অফিসার অথবা সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে প্রদত্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি যে কোন শিশু কোন নিরাপদ স্থানে লইয়া যাইতে পারে যাহার সম্পর্কে এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ রহিয়াছে যে, সে অপরাধে করিয়াছে বা করার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

(২) যে শিশু কোন নিরাপদ স্থানে এইরূপ আনীত হইয়াছে তাহাকে এবং যে শিশু নিরাপদ স্থানে আশ্রয় লাভ করিতে চায় তাহাকেও আদালতে হাজির না করা পর্যন্ত আটক রাখা যাইতে পারে ঃ
তবে শর্ত থাকে যে, আদালতের কোন বিশেষ আদেশ ব্যতীত এইরূপ আটক রাখার মেয়াদ ২৪ ঘন্টার অধিক হইবে না (আটক স্থান হইতে আদালত পর্যন্ত যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সময় উক্ত মেয়াদ বহির্ভূত থাকিবে)।

(৩) তৎপর আদালত অতঃপর বর্ণিত আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

৫৬। শিশুর তত্ত্বাবধান এবং আটক রাখার ব্যাপারে আদালতের ক্ষমতা।–(১) যেক্ষেত্রে আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, উহার সম্মুখে হাজিরকৃত কোন শিশু যাহার ক্ষেত্রে এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ রহিয়াছে যে, ধারা ৫৫ এ বর্ণিত অপরাধ করিয়াছে বা করিবে বলিয়া সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং তাহার স্বার্থে এই আইনের অধীন ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন তাহা হইলে আদালত, শিশুটি সম্পর্কে অপরাধ সংঘটনের অপরাধে দায়ী ব্যক্তির বির"দ্ধে মামলা র"জ্জু করিবার জন্য যুক্তিসংগত সময় অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত শিশুকে তত্ত্বাবধান করা ও আটক রাখিবার জন্য অথবা প্রয়োজন মোতাবেক অন্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয় উহার চাহিদা অনুযায়ী আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ–ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত আটকাদেশ, উক্ত উপ–ধারায় উলি□খিত অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তির বির"দ্ধে র"জ্জুকৃত মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়া, অব্যাহতি প্রদান কিংবা খালাস দেওয়ার মাধ্যমে পরিসমাপ্তি না ঘটা পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

(৩) কোন ব্যক্তি শিশুটিকে নিজ হেফাজতে রাখিবার দাবী করা সত্ত্বেও এই ধারার অধীন প্রদত্ত আদেশ কার্যকর করা হইবে।

৫৭। নিপীড়িত শিশুকে কিশোর আদালতে প্রেরণ।–শিশু সম্পর্কে অপরাধ সংঘটনের জন্য কোন ব্যক্তি যে আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত করা হয় অথবা অনুরূপ কোন অপরাধের বিচারের জন্য কোন ব্যক্তিকে যে আদালতে হাজির করা হয় সেই আদালত সংশি□ষ্ট শিশুকে কোন কিশোর আদালতে অথবা যেখানে কোন কিশোর আদালত নাই সেখানে ধারা ৪ এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত আদালতে হাজির হইবার নির্দেশ দিবে যাহাতে উক্ত আদালত যেইরূপ উপযুক্ত মনে করে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারে।

৫৮। নিপীড়িত শিশুদের সোপর্দের আদেশ।–ধারা ৫৭ অনুযায়ী কোন শিশুকে যে আদালতে হাজির করা হয় সেই আদালত আদেশ দিতে পারে যে–

(ক) শিশুর বয়স ১৮ বৎসর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অথবা শিশুকে প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউট অথবা কোন অনুমোদিত আবাসে সোপর্দ করিবে, ব্যতিক্রমধর্মী অবস্থায় সংক্ষিপ্ত মেয়াদের জন্য সংক্ষিপ্ত মেয়াদের কারণ লিপিবদ্ধ করিবে; অথবা

(খ) শিশুর আত্মীয় কিংবা উপযুক্ত ব্যক্তি শিশুর যথাযথ তত্ত্বাবধান, নিয়ন্ত্রণ এবং হেফাজত করিতে এবং প্রয়োজন হইলে অনধিক ৩ বৎসরের জন্য তত্ত্বাবধান করাসহ অন্যান্য যে সকল শর্ত আদালত শিশুর স্বার্থে আরোপ করিতে পারে সেই সকল শর্ত পালন করিতে আগ্রহী এবং সক্ষম হইলে জামানতসহ বা বিনা জামানতে আদালত যেইরূপ নির্দেশ দিবে সেইরূপে মুচলেকাদানের পর শিশুকে উক্ত আত্মীয় বা অন্য উপযুক্ত ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে সোপর্দ করিতে হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, যদি শিশুটির পিতা-মাতা অথবা অভিভাবক থাকে যিনি, আদালতের মতে শিশুটির যথাযথ তত্ত্বাবধান, নিয়ন্ত্রণ ও হেফাজত করিবার জন্য উপযুক্ত এবং সক্ষম তবে আদালত শিশুটিকে তাহার জিম্বায় রাখিতে অনুমতি দিতে পারে অথবা তিনি নির্ধারিত ফরমে এবং সেই সকল শর্ত আদালত শিশুর স্বার্থে আরোপ করিতে পারে সেই সকল শর্ত পূরণের জন্য জামানতসহ বা বিনা জামানতে একটি মুচলেকা প্রদান করিলে আদালত শিশুকে তাহার তত্ত্বাবধানে সমর্পণ করিতে পারে।

৫৯। নিপীড়িত শিশুর তত্ত্বাবধান।–যে আদালত পূর্ববর্তী বিধানাবলীর অধীন কোন শিশুকে তাহার পিতা-মাতা, অভিভাবক অথবা অন্য উপযুক্ত ব্যক্তির হেফাজতে সোপর্দের আদেশ প্রদান করে সেই আদালত আরও আদেশ দিতে পারে যে তাহাকে তত্ত্বাবধানে রাখিতে হইবে।

৬০। তদারকি আদেশ ভঙ্গ।–প্রবেশন কর্মকর্তার নিকট হইতে অথবা অন্য প্রকারে রিপোর্ট পাইয়া যদি আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, যে শিশু সম্পর্কে তদারকি আদেশ প্রদান করা হইয়াছে সেই শিশু সম্পর্কিত তদারকি আদেশ ভঙ্গ করা হইয়াছে তাহা হইলে আদালত যেইরূপ তদন্ত করা উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ তদন্তের পর কোন প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউটে শিশুটিকে আটক রাখিবার আদেশ দিতে পারিবে।

৬১। শিশুর অনুসন্ধানের পরোয়ানা।–(১) কিশোর আদালত অথবা ধারা ৪ এর অধীন ক্ষমতা প্রদত্ত আদালতের নিকট যদি কোন ব্যক্তি শিশুর স্বার্থে কাজ করিতেছে তৎকর্তৃক শপথ গ্রহণপূর্বক ও দৃঢ়চিত্তে ঘোষিত তথ্য হইতে প্রতীয়মান হয় যে, শিশুটি সম্পর্কে একটি অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে বা হইতেছে অথবা জর"রী ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হইলে উহা সংঘটিত হইবে বলিয়া সন্দেহ করার যুক্তিসংগত কারণ রহিয়াছে তাহা হইলে আদালত, এইরূপ শিশুকে সন্ধান করিবার জন্য এবং যদি দেখা যায় যে, ইতিপূর্বে বর্ণিত পন্থায় শিশুর সহিত ইচ্ছাকৃতভাবে দূর্ব্যবহার করা বা তাহাকে অবহেলা করা হইয়াছে বা হইতেছে অথবা শিশুটি সম্পর্কে কোন অপরাধ সঙঘটিত হইয়াছে বা হইতেছে তবে তাহাকে আদালতে হাজির করিতে না পারা পর্যন্ত কোন নিরাপদ স্থানে লইয়া যাইয়া আটক রাখিবার জন্য কোন পুলিশ অফিসারকে কর্তৃত্ব প্রদান করিয়া একটি পরোয়ানা, উহাতে তাহার নাম উলে□খপূর্বক জারি করিতে পারিবে এবং যে আদালতে শিশুটিকে হাজির করা হয় সেই আদালত প্রথমতঃ তাহাকে নির্ধারিত পদ্ধতিতে কোন নিরাপদ স্থানে প্রেরণ করিতে পারিবে।

(২) এই ধারার অধীন সমন জারীকারক আদালত উক্ত সমন দ্বারা নির্দেশ দিতে পারে যে, শিশুটি সম্পর্কে কোন অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত যে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া উহার নিকট হাজির করিতে হইবে অথবা নির্দেশ দিতে পারে, যদি এইরূপ ব্যক্তি এই মর্মে মুচলেকা সম্পাদন করেন যে তিনি আদালত কর্তৃক অন্য প্রকার নির্দেশ প্রদত্ত না হওয়া পর্যন্ত নির্দিষ্ট সময়ে এবং অতঃপর আদালতে হাজির দিতে থাকিবেন তাহা হইলে যে অফিসারের নিকট সমনটি প্রদান করা হইয়াছে তিনি উক্ত জামানত গ্রহণ করিবেন এবং সেই ব্যক্তিকে হাজত হইতে মুক্তি দিবেন।

(৩) সমন কার্যকরকারী পুলিশ অফিসারের সঙ্গে তথ্য প্রদানকারী ব্যক্তি ইচ্ছা পোষণ করিলে সঙ্গী হইবেন এবং সমন প্রদানকারী আদালত যদি নির্দেশ দেয় তাহা হইলে তাহার সঙ্গে আরও একজন যথাযথভাবে যোগ্যতাসম্পন্ন ডাক্তারও সঙ্গী হইবেন।

(৪) এই ধারার অধীন কোন তথ্য অথবা সমনে শিশুটির নাম জানা থাকিলে উলে□খ করিত হইবে।

নবম ভাগ

সোপর্দকৃত শিশুগণের রক্ষণাবেক্ষণ ও তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার

৬২। পিতা-মাতার অবদান।–(১) যে আদালত কোন শিশু বা কিশোর অপরাধীকে কোন প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউট অথবা অনুমোদিত আবাসে আটক রাখা অথবা তাহার কোন আত্মীয় কিংবা উপযুক্ত ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে সোপর্দ করিবার আদেশ প্রদান করে সেই আদালত উক্ত শিশু বা কিশোর অপরাধীকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়ী পিতা-মাতা বা অন্য ব্যক্তিকে তাহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সমর্থ হইলে নির্ধারিত পদ্ধতিতে অবদান রাখিতে আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ–ধারা (১) এর অধীন কোন আদেশ প্রদানের পূর্বে আদালত শিশু বা কিশোর অপরাধীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়ী পিতা-মাতা অথবা অন্য ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করিবে এবং যদি কোন সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায় তবে তাহা, ক্ষেত্রমত পিতা-মাতা অথবা এইরূপ অন্য ব্যক্তির উপস্থিতিতে লিপিবদ্ধ করিবে।

(৩) এই ধারার অধীন প্রদত্ত আদেশ, আদালতের নিকট দায়ীপক্ষের আবেদনক্রমে বা অন্যভাবে আদালত কর্তৃক রদবদল হইতে পারে।

(৪) শিশু কিংবা কিশোর অপরাধীকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্য বাধ্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে, উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে জারজত্বের ক্ষেত্রে অনুমিত পিতা অন্তর্ভূক্ত হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, শিশু বা কিশোর অপরাধী জারজ হইলেও তাহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ধারা ৪৮৮ এর অধীন আদেশ প্রদান করা হইয়া থাকিলে আদালত সাধারণতঃ অনুমিত পিতার বিরুদ্ধে অবদান রাখার আদেশ দিবে না; কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উক্ত আদেশের অধীন পাওনা সমূদয় অর্থ কিংবা উহার অংশ বিশেষ আদালত যাহার নাম উলে□খ করিবে তাহাকে প্রদান করিতে হইবে এবং এই অর্থ শিশু অথবা কিশোর অপরাধীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যয় করিতে হইবে।

(৫) এই ধারার অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ কোড এর ধারা ৪৮৮ এর অধীন প্রদত্ত আদেশের ন্যায় কার্যকর হইবে।

৬৩। ধর্ম সংক্রান্ত বিধান।–(১) এই আইনের অধীন শিশুকে যে প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউট, অনুমোদিত আবাস অথবা উপযুক্ত ব্যক্তি অথবা অন্য ব্যক্তির নিকট শিশুকে সোপর্দ করা হইবে তাহা নির্ধারণের জন্য আদালত শিশুর আখ্যা নিরূপণ করিবে এবং এইরূপ প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউট, অনুমোদিত আবাস অথবা অন্য উপযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচনকালে শিশুর নিজ ধর্মে শিক্ষা-দীক্ষার জন্য যে সকল সুবিধা প্রদত্ত হয় উহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

(২) শিশুকে যেইক্ষেত্রে এইরূপ কোন প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউট অথবা অনুমোদিত আবাসের তত্ত্বাবধানে সোপর্দ করা হয় সেইখানে তাহার নিজ ধর্ম সংক্রান্ত শিক্ষা-দীক্ষার কোন সুযোগ-সুবিধা নাই, অথবা এইরূপ কোন ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত করা হয় যিনি শিশুকে তদীয় ধর্মমতে পালন করিবার জন্য কোন বিশেষ সুযোগ দিতে পারেন না সেইক্ষেত্রে এইরূপ প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউট অথবা অনুমোদিত আবাসে এইরূপ কর্তৃপক্ষ, অথবা উপযুক্ত ব্যক্তি শিশুকে তাহার নিজ ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম অনুযায়ী লালন-পালন করিবে না।

(৩) যেইক্ষেত্রে প্রধান পরিদর্শকের দৃষ্টিগোচর করা হয় যে উপ–ধারা (২) এর বিধান ভঙ্গ করা হইয়াছে সেইক্ষেত্রে তিনি প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউট, অনুমোদিত আবাস অথবা উপযুক্ত ব্যক্তির জিম্মা হইতে শিশুটিকে তাহার মতে অন্য কোন উপযুক্ত প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউট অথবা অনুমোদিত আবাসে বদলী করিবেন।

৬৪। লাইসেন্সমূলে বাহিরে প্রেরণ।–(১) কোন কিশোর অপরাধী বা শিশু কোন প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউটে অথবা অনুমোদিত আবাসে আটক থাকাকালে, উক্ত ইনস্টিটিউট অথবা আবাসের ব্যবস্থাপকগণ যে কোন সময়ে প্রধান পরিদর্শকের লিখিত সম্মতি লইয়া, নির্ধারিত শর্তে, লাইসেন্স দ্বারা, লাইসেন্সপত্রে উলি□খিত কোন বিশ্বাসভাজন এবং সম্মানিত ব্যক্তি যিনি শিশুকে হিতকর ব্যবসা বা পেশায় প্রশিক্ষণদানের উদ্দেশ্যে গ্রহণ করিতে আগ্রহী তাহার সহিত বাস করিতে কতিপয় হিতকর শর্তে অনুমতি দিতে পারিবে।

(২) এইরূপে মঞ্জুরকৃত কোন লাইসেন্সপত্র, যে সকল শর্তে উহা মঞ্জুর করা হইয়াছিল উহার কোন একটি শর্ত ভঙ্গের কারণে প্রত্যাহারকৃত অথবা বাজেয়াপ্ত না হওয়া পর্যন্ত কার্যকর থাকিবে।

(৩) প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউট অথবা অনুমোদিত আবাসের ব্যবস্থাপকগণ যে কোন সময় লিখিত আদেশ দ্বারা এইরূপ কোন লাইসেন্স প্রত্যাহার করিতে এবং কিশোর অপরাধী বা শিশুকে, ক্ষেত্রমত, ইনস্টিটিউট অথবা আবাসে ফিরিয়া যাইতে আদেশ দিতে পারেন, এবং কিশোর অপরাধী বা শিশুকে যাহার দায়িত্বে ন্যস্ত করিবার অনুজ্ঞা প্রদান করা হইয়াছে তাহার অভিপ্রায় অনুযায়ী অনুরূপ আদেশ প্রদান করিবেন।

(৪) যদি কিশোর অপরাধী বা শিশু প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউট অথবা অনুমোদিত আবাসে ফিরিয়া যাইতে অস্বীকার করে বা ব্যর্থ হয় তাহা হইলে ক্ষেত্রমত, উক্ত ইনস্টিটিউট অথবা আবাসের ব্যবস্থাপকগণ প্রয়োজন হইলে শিশুকে গ্রেফতার করিতে অথবা করাইতে পারিবে এবং তাহাকে ক্ষেত্রমত উক্ত ইনস্টিটিউট অথবা অনুমোদিত আবাসে ফেরত লইতে বা লইবার ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

(৫) এই ধারার অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স অনুসারে কোন কিশোর অপরাধী বা শিশু যতদিন প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউট অথবা অনুমোদিত আবাসে অনুপস্থিত থাকে সেই সময়কাল ক্ষেত্রমত ইনস্টিটিউট অথবা আবাসে তাহার আটক থাকাকালের অংশবিশেষ বলিয়া গণ্য হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, লাইসেন্সপত্র প্রত্যাহার বা বাজেয়াপ্ত হওয়ার কারণে যখন কিশোর অপরাধী বা শিশু ক্ষেত্রমত ইনস্টিটিউট বা আবাসে ফিরিয়া যাইতে ব্যর্থ হয় এইরূপ ব্যর্থতার পর যে সময় অতিবাহিত হয় তাহা, যে সময়ে সে ক্ষেত্রেমত ইনস্টিটিউট বা আবাসে আটক ছিল সেই সময়ের সহিত একত্রে হিসাব করা হইতে বাদ যাইবে।

৬৫। পলাতক শিশুগণ সম্পর্কে পুলিশের কার্যব্যবস্থা।–(১) আপততঃ বলবৎ কোন আইনে বিপরীত কিছু থাকা সত্ত্বেও কোন পুলিশ অফিসার, কোন প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউট অথবা অনুমোদিত আবাস অথবা যে ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে থাকিবার জন্য শিশুকে নির্দেশদান করা হইয়াছিল তাহার তত্ত্বাবধান হইতে পলাতক শিশু অথবা কিশোর-অপরাধীকে পরোয়ানা ব্যতীতই গ্রেফতার করিতে পারিবেন এবং উক্ত শিশু বা কিশোর অপরাধীর কোন অপরাধ রেজিস্ট্রীভুক্ত না করিয়া বা তাহার বির"দ্ধে মামলা না চালাইয়া তাহাকে প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউট অথবা অনুমোদিত আবাস কিংবা উক্ত ব্যক্তির নিকট ফেরত পাঠাইবেন এবং এইরূপ পলাতক হওয়ার কারণে উক্ত শিশু অথবা কিশোর অপরাধী কোন অপরাধ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না।

(২) প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউট অথবা অনুমোদিত আবাস হইতে পলাতক শিশুকে গ্রেফতার করা হইলে তাহাকে ক্ষেত্রমত উক্ত ইনস্টিটিউট বা আবাসে ফেরত না পাঠানো পর্যন্ত কোন নিরাপদ স্থানে আটক রাখা হইবে।

দশম ভাগ

বিবিধ

৬৬। বয়স অনুমান ও নির্ধারণ।–(১) অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত হইয়া বা না হইয়া, কোন ব্যক্তি সাক্ষ্যদানের উদ্দেশ্য ব্যতিত অন্য কোন কারণে ফৌজদারী আদালতে আনীত হইলে, এবং আদালতের নিকট তাহাকে শিশু বলিয়া প্রতীয়মান হইলে আদালত উক্ত ব্যক্তির বয়স সম্পর্কে তদন্ত করিবে এবং তদুদ্দেশ্যে মামলার শুনানীকালে যে সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা গ্রহণ করিয়া তাহার বয়সের যতদূর সম্ভব কাছাকাছি বর্ণনাসহ উক্ত তদন্ত ফল লিপিবদ্ধ করিবে।

(২) আদালতের আদেশ অথবা রায়, এইরূপ ব্যক্তির বয়স নির্ভুলভাবে আদালত কর্তৃক বর্ণিত হয় নাই বলিয়া পরবর্তীকালে প্রমাণ পাওয়া গেলেও তাহা অকার্যকর হইবে না এবং আদালতে হাজিরকৃত ব্যক্তির বয়স বলিয়া আদালত কর্তৃক অনুমিত বা ঘোষিত বয়স এই আইনের উদ্দেশ্যে উক্ত ব্যক্তির প্রকৃত বয়স বলিয়া গণ্য হইবে এবং যেইক্ষেত্রে আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, হাজিরকৃত ব্যক্তর বয়স ষোল বৎসর বা তদূর্ধ্ব সেক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি এই আইনের উদ্দেশ্যে শিশু বলিয়া গণ্য হইবে না।

৬৭। খালাস।–(১) সরকার যে কোন সময়ে কোন শিশু অথবা কিশোর অপরাধীকে প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউট অথবা অনুমোদিত আবাস হইতে সম্পূর্ণভাবে অথবা সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট শর্তে খালাস দিতে পারিবে।

(২) সরকার যে কোন সময়ে, কোন শিশুকে, যে ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে এই আইনের অধীন সোপর্দ করা হয়, তাহার নিকট হইতে সম্পূর্ণভাবে অথবা সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট শর্তে খালাস দিতে পারিবে।

৬৮। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বদলী।–(১) সরকার কোন শিশু অথবা কিশোর অপরাধীকে এক প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউট অথবা অনুমোদিত আবাস হইতে অন্য প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউট অথবা অনুমোদিত আবাসে বদলীর আদেশ দিতে পারিবে।

(২) প্রধান পরিদর্শক কোন শিশুকে এক প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউট অথবা অনুমোদিত আবাস হইতে অন্য প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউট অথবা অনুমোদিত আবাসে বদলীর আদেশ দিতে পারেন।

৬৯। মিথ্যা তথ্য প্রদানের ক্ষতিপূরণ।–(১) ধারা ৬১ এর অধীন কোন ব্যক্তি যে মামলা সম্পর্কে তথ্য প্রদান করিয়াছে সেই মামলা সম্পর্কে আদালত উহার মতে প্রয়োজনীয় তদন্ত করিবার পর যদি মনে করে যে, এইরূপ তথ্য মিথ্যা এবং তুচ্ছ এবং বিরক্তিকর তাহা হইলে আদালত কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া নির্দেশ দিবে যে এইরূপ

তথ্য সরবরাহকারী, যাহার বিপক্ষে উক্ত তথ্য প্রদান করিয়াছে তাহাকে একশত টাকার অনূর্ধ্ব যে পরিমাণ অর্থ আদালত নির্ধারণ করিবে সেই পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রদান করিবে।

(২) আদালত, ক্ষতিপুরণ প্রদানের আদেশদানের পূর্বে, তথ্য প্রদানকারীকে উক্ত ক্ষতিপুরণ কেন প্রদান করিবেন না মর্মে কারণ দর্শাইবার জন্য আহবান জানাইবে এবং তথ্য প্রদানকারী কোন কারণ দর্শাইলে তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবে।

(৩) ক্ষতিপূরণদানের আদেশসহ আদালত আরও আদেশ প্রদান করিতে পারে যে, অনুরূপ ক্ষতিপূরণদানে ব্যর্থ ব্যক্তি অনধিক ত্রিশ দিন মেয়াদের বিনাশ্রম কারাদন্ড ভোগ করিবে।

(৪) উপ-ধারা ৩ এর অধীন কোন ব্যক্তি কারাদন্ড প্রাপ্ত হইলে Penal Code (XLV of 1860) এর ধারা ৬৮ ও ৬৯ এর বিধানাবলী যতদূর সম্ভব প্রযোজ্য হইবে।

(৫) এই ধারার অধীন ক্ষতিপূরণদানের জন্য আদিষ্ট ব্যক্তি এইরূপ আদেশ প্রাপ্তির কারণে উক্ত তথ্য সংক্রান্ত কোন দেওয়ানী দায়-দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পাইবে না, তবে ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রদত্ত যে কোন অর্থ এহেন বিষয় সম্পর্কিত কোন পরবর্তীকালীন দেওয়ানী মোকদ্দমার ক্ষেত্রে বিবেচনার জন্য গৃহীত হইবে।

৭০। দোষী সাব্যস্ত হওয়ার কারণে অযোগ্যতা নিরসন।–যখন কোন শিশু অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছে এই অবস্থায় তাহাকে পাওয়া গেলে তৎকর্তৃক অপরাধ সংঘটনের ঘটনা Penal Code (XLV of 1860) এর ধারা ৭৪ এর অধীন অথবা কোডের ধারা ৫৬৫ এর অধীন কার্যকর হইবে না, অথবা কোন অফিসে চাকুরী অথবা কোন আইনের অধীন নির্বাচনের ক্ষেত্রে অযোগ্যতা হিসাবে কাজ করিবে না।

৭১। দোষী সাব্যস্ত এবং দন্ডিত শব্দগুলি শিশু সম্পর্কিত ব্যাপারে ব্যবহৃত হইবে না।–এই আইনে যেইরূপ বিধান করা হইয়াছে সেরূপ ব্যতিত এই ধারার অধীন যে সকল শিশু ও কিশোর অপরাধী সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তাহাদের ক্ষেত্রে দোষী সাব্যস্ত এবং দন্ডিত শব্দগুলির ব্যবহার চলিবে না, এবং কোন আইনে কোন ব্যক্তি সম্পর্কে দোষী সাব্যস্ত অথবা দন্ডাদেশ বলিতে শিশু অথবা কিশোর অপরাধীর ক্ষেত্রে কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি, দোষী সাব্যস্তকরণ অথবা উহার উপর প্রদত্ত কোন আদেশ বলিয়া বুঝিতে হইবে।

৭২। শিশুর উপর হেফাজতকারীর নিয়ন্ত্রণ।–এই আইনের বিধানবলীর অধীন যে ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে শিশুকে সোপর্দ করা হইয়াছে, সেই ব্যক্তি শিশুটিকে উহার পিতা-মাতার ন্যায় নিয়ন্ত্রণ করিবেন এবং তাহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়ী থাকিবেন, এবং শিশুটিকে তাহার পিতা-মাতা অথবা অন্য কোন ব্যক্তি দাবী করা সত্বেও আদালত কর্তৃক বর্ণিত সময়ের জন্য শিশুটি অব্যাহতভাবে উক্ত ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে থাকিবে।

৭৩। এই আইনের অধীন গৃহীত মুচলেকা।–যতদূর সম্ভব, কোডের অধ্যায় ৪২ এর বিধানাবলী, এই আইনের অধীন গৃহীত মুচলেকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

৭৪। প্রধান পরিদর্শক, প্রবেশন কর্মকর্তা, ইত্যাদি জনসেবক।–প্রধান পরিদর্শক, সহকারী পরিদর্শকগণ, প্রবেশন কর্মকর্তা এবং এই আইনের কোন বিধানের অধীন কাজ করিতে অনুমতি প্রদত্ত অথবা অধিকার দ বিধি, ১৮৬০ এর ধারা ২১ এর অধীন জনসেবক (Public Servant) কথাটি যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে জনসেবক (Public Servant) বলিয়া গণ্য হইবে।

৭৫। এই আইনের অধীন গৃহীত ব্যবস্থার সংরক্ষণ।–এই আইনের অধীন কোন ব্যক্তি সরল বিশ্বাসে কোন কাজ করিয়া থাকিলে বা করিবার অভিপ্রায় করিলে তজ্জন্য তাহার বির‍দ্ধে কোন মোকদ্দমা, প্রসিকিউশন অথবা আইনানুগ কার্যধারা রজ্জু করা চলিবে না।

৭৬। আপীল ও পুনর্বিচার।–(১) কোড এ যাহা কিছু থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলীর অধীন কোন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের উপর আপীল করা চলিবে–

(ক) দায়রা আদালতে, যদি আদেশটি কোন কিশোর আদালত অথবা ধারা ৪ এর অধীন ক্ষমতা প্রদত্ত কোন ম্যাজিষ্ট্রেট প্রদান করিয়া থাকেন; এবং

(খ) হাইকোর্ট বিভাগে, যদি আদেশটি কোন দায়রা আদালত অথবা সহকারী দায়রা জজের আদালত অথবা সহকারী দায়রা জজ আদালত প্রদান করিয়া থাকে।

(২) এই আইনের কোন কিছু, এই আইনের অধীন কোন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ হাইকোর্ট বিভাগে পুনর্বিচার করিবার ক্ষমতাকে ক্ষুণ্ন করিবে না।

৭৭। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।–(১) সরকার এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) পূর্বোক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতা ক্ষুণ্ন না করিয়া এই বিধি বিশেষ করিয়া নিম্নলিখিত বিষয়ে বিধান করিতে পারিবে–

(ক) কিশোর আদালত এবং ধারা ৪ এর অধীন ক্ষমতা প্রদত্ত অন্যান্য আদালত কর্তৃক এই আইনের অধীন মামলার বিচার ও কার্যধারার শুনানীর জন্য অনুসরণীয় পদ্ধতি;

(খ) ধারা ৭(১) এর শিশু আদালতের এজলাসের স্থান, তারিখ ও পদ্ধতি;

(গ) এই আইনের যে সকল শর্ত সাপেক্ষে প্রতিষ্ঠানসমূহ, শিল্প বিদ্যালয়সমূহ অথবা অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রত্যায়ন অথবা অনুমোদিত আবাসকে স্বীকৃতিদান করার ক্ষেত্রে শর্তাবলী;

(ঘ) প্রত্যায়িত এনস্টিটিউটসমূহের সংস্থাপন, প্রত্যায়ন, ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ, রেকর্ড ও হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত;

(ঙ) প্রত্যায়িত এনস্টিটিউটসমূহের বাসিন্দাদের শিক্ষাদীক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং তাহাদের অনুপস্থিতি হেতু ছুটি;
(চ) পরিদর্শকগণের নিয়োগ ও চাকুরীর মেয়াদ;

(ছ) প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউট ও অনুমোদিত আবাসমূহের পরিদর্শন;

(জ) প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউট ও অনুমোদিত আবাসসমূহের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্খলা;

(ঝ) যে সকল শর্ত সাপেক্ষে প্রতিষ্ঠানসমূহকে ধারা ৫১৪(২) এর উদ্দেশ্য অনুমোদিত স্থানরূপে স্বীকৃতিদান করা হইবে;

(ঞ) প্রধান পরিদর্শন ও প্রবেশন কর্মকর্তার ক্ষমতা ও কর্তব্য;

(ট) ধারা ৩২ ও ৫৫ এর উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ব্যক্তিকে ক্ষমতা প্রদানের পদ্ধতি;

(ঠ) ধারা ৫৮ এর অনুবিধির অধীনে প্রদেয় মুচলেকার ফরম;

(ড) ধারা ৬১(১) এর অধীন শিশুর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী প্রদেয় অনুদানের পদ্ধতি;

(ণ) ধারা ৬৪ এর অধীন শিশুকে অনুজ্ঞামূলে খালাস দেওয়ার শর্তাবলী এবং এইরূপ অনুজ্ঞার ফরম;

(ত) এই আইনের অধীন শিশুকে কোন ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে সোপর্দের শর্তাবলী এবং সোপর্দকৃত শিশুর প্রতি এইরূপ ব্যক্তির দায়-দায়িত্ব ; এবং

(থ) গ্রেফতারকৃত অথবা বিচারের জন্য পুলিশ হেফাজতে প্রেরিত শিশুকে আটক রাখিবার পদ্ধতি।

৭৮। রহিতকরণ ইত্যাদি।–(১) The Bengal Children Act, 1922 (Ben. Act II of 1922) এতদদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) যে এলাকায় এই আইন এর ধারা ১(৩) এর অধীন বলবৎ করা হয় সেই এলাকায় বলবতের তারিখ হইতে দি রিফরমেটরী স্কুল আইন, ১৮৯৭ (১৮৯৭ সনের ৮ নং আইন) আইন রহিত করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) যে এলাকায় এই আইন বলবৎ করা হইবে সেই এলাকায় কোডের ২৯-খ এবং ধারা ৩৯৯ এর বিধানাবলীর প্রয়োগ রহিত হইবে।

এস, এম, রহমান
সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজসেবা অধিদফতর
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

শিশু আইন, ১৯৭৪

(মূল ইংরেজী পাঠ হইতে অনূদিত বাংলা পাঠ)